দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 DEC 1987

পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 1 ...

022

উপজেলা পরিক্রমা

কেরানীগঞ্জ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা), ১৪ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— ঢাকা জেলার কেরানী[illegible] উপজেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর দক্ষিণে ধলেশ্বরী ও পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী অবস্থিত। এ উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন ও ৪শ' ২৭টি গ্রাম, আয়তন ৭১·০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩,৭৯,৬৭২ জন।

কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৬৫ জন লোক কৃষিজীবী, উৎপন্ন ফসলের মাঝে ধান, গম, আলু, সরিষা ও মিষ্টি আলু প্রধান। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪ হাজার একর। অনাবাদী জমি ২২০ একর। এ উপজেলায় সেচ ব্যবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। এখানে সেচ এলাকা প্রায় ১০ হাজার একর। এখানে রয়েছে গভীর নলকূপ ৬টি ও অগভীর নলকূপ ২৩০টি। পাওয়ারপাম্প ১৫১টি।

শিক্ষা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নানারূপ সমস্যা বিরাজ করছে। এ উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক বালক-বালিকা বিদ্যালয় ২১টি, মাদ্রাসা ১৬৪টি, কলেজ ২টি, প্রাথমিক বেসকারী বিদ্যালয় ১০টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি, কিণ্ডারগার্টেন ৪টি, মসজিদ ৩৯০টি।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও বর্তমানে ১০/১২ শয্যা চালু আছে। সেখানে রয়েছে নানা সমস্যা। জীবনরক্ষাকারী তেমন কোন ওষুধ এ নেই বললেই চলে। সরকার রোগীদের খাবারের জন্য ১৮ টাকা ধার্য করা থাকলেও আজ পর্যন্ত কোন খাবার পরিবেশন কার্যকর হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুল্যান্স, এক্স-রে মেশিন, ব্লাড ব্যাংক ও অক্সিজেন সিলিণ্ডার নেই। বহিঃবিভাগে প্রতিদিন ২/৩শ' রোগীকে নামে মাত্র ব্যবস্থাপত্র ও সাদা-হলদে রঙ্গের ট্যাবলেট দেয়া হয়। এ অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা ৮টি ও ৩টি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

বিদ্যুৎ গ্যাস

কয়েকটি ইউনিয়নকে বিদ্যুতায়িত করার পরিকল্পনা নিলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। হাজার হাজার গ্রাহক মিটারের জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েও মিটার পাচ্ছে না। এ সুযোগে স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্মচারীরা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে হাজার হাজার টাকা পকেটস্থ করছে।

গ্যাস লাইন জিঞ্জিরা পর্যন্ত এলেও অজ্ঞাত কারণে গ্যাস সরবরাহের কাজ বন্ধ রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

ঢাকার অদূরে হলেও কেরানীগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। এ উপজেলায় ৬ মাইল পাকা রাস্তা, ১৫ মাইল ইট বিছানো ও ২২৬ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে। জরাজীর্ণ কিছু বাস ও টেম্পো অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করে। ইউনিয়নগুলোর সাথে উপজলার যোগাযোগ অত্যন্ত খারাপ। ১৫টি হাট-বাজারের করুণ অবস্থা। এসব হাট থেকে লাখ লাখ টাকা আয় হলেও এগুলোর উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।